The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

ভ্যাট বাড়ালে হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধের হুঁশিয়ারি

- A Monitor Desk Report Date: 10 January, 2025

ঢাকাঃ ভ্যাটের হার পুনরায় ৫ শতাংশ নির্ধারণের দাবি জানিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেস্তোরাঁ বন্ধসহ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি নেতারা।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানী একটি হোটেলে হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ভ্যাট বাড়ানোর প্রতিবাদ ও হার কমানোর দাবিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা।

সংগঠনটির নেতারা বলেন, দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর ধাপে ধাপে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছিল। এতে বেড়েছিল ভ্যাট আহরণ। মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতির এই সময়ে ভ্যাটের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্তে রেস্তোরাঁ মালিকরা আতঙ্কিত, শঙ্কিত ও দিশাহীন।

এই হার বাস্তবায়ন হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের হোটেল ও রেস্তোরাঁ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে উল্লেখ করে নেতারা বলেন, ভ্যাটের হার পুনরায় ৫ শতাংশ নির্ধারণ করতে হবে। দাবি না মানলে আন্দোলনে নামা হবে।

এছাড়া ভ্যাট-ট্যাক্স না বাড়িয়ে আয়কর বাড়ানোর দাবিও জানায় সংগঠনটি। বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পূরণের জন্য ভ্যাট বাড়ানো হলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভ্যাট বাড়লে ক্ষতি হবে পুরো শিল্প।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প টিকিয়ে রাখতে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্ধিত হারে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে আগামীতে মানববন্ধন করবে। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে প্রতীকী হিসেবে ১ দিনের জন্য সারা দেশের রেস্তোরাঁ বন্ধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, তাতেও যদি সরকার তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে তাহলে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেয়া হবে ।

এদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে, বাড়তি রাজস্ব আদায়ে সিগারেট, মদ, পোশাকের শো-রুম, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের উড়োজাহাজ টিকিট, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ড্রিংসসহ ৪৩ পণ্যের ওপর শুল্ক-ভ্যাট বাড়ানো হচ্ছে। এ প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে শিগগিরই অধ্যাদেশ জারি করে কার্যকর করা হতে পারে।

তবে ৪৩টি পণ্যের ওপরে ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্তে নিত্যপণ্যের দামের ওপরে প্রভাব পড়বে না উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সাধারণ মানুষের কষ্ট হবে না। তিন তারকা মানের ওপরের হোটেলগুলোর ক্ষেত্রে কর বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানের হোটেল রেস্তোরাঁর ওপরে বাড়ানো হয়নি।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত পূরণে নয়, বরং রাজস্ব বাড়ানোর স্বার্থেই বিভিন্ন পণ্যের উপর কর বাড়ানো হয়েছে। কিছু পণ্যে বড় কর ছাড় দেয়া হয়েছে, এর ঘাটতি মেটাতে কিছু পণ্যে এ সিদ্ধান্ত।

-B